চুয়াডাঙ্গার গিরিশনগরে ফার্ণিচার ও চায়ের দোকানে অগ্নিকান্ড

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের গিরিশনগর বাজারে ফার্ণিচার ও একটি কাঠের দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

আজ রোববার ভোরে এ ঘটনা ঘটে বলে জানাগেছে।কিন্তু আগুনের সূত্রপাত কিভাবে হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে কেউ বলতে পারেনি। তবে স্থানীয়রা ধারনা করছেন বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট অথবা চায়ের দোকানের আগুন থেকে এ ঘটনা ঘটতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে জানাগেছে, আজ রোববার ভোররাতে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন তিতুদহ ইউনিয়নের গিরিশনগর বাজারে নবিছদ্দি মন্ডলের ছেলে জসিম উদ্দিন ফার্ণিচার ব্যবসায়ী ও মৃত সাহাদতের ছেলে খোকনের চায়ের দোকানে গতকাল রোববার ভোররাতে হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা দেখে স্থানীয়রা। পরে ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে তারা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম হয়।

এই ঘটনায় দোকানের সবকিছু পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায় ফার্ণিচারের দোকানে আনুমানিক ৪/৫ লাখ টাকা ও চায়ের দোকানে ১ লাখ টাকার মত ক্ষতি হয়েছে বলে ধারনা করেছেন ভূক্তভোগীরা।

আলমডাঙ্গায় বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, প্রাণ গেল চালকের

বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার বিকেল পাঁচটার দিকে আলমডাঙ্গা-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক সড়কের ডম্বলপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মোটরসাইকেলচালকের নাম শহিদুল ইসলাম (৪৫)। তিনি উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়নের হাড়কান্দি গ্রামের মৃত দাউদ আলী বিশ্বাসের ছেলে। তিনি পেশায় একজন কীটনাশক কোম্পানির সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার পদে দায়িত্বরত ছিলেন। তারা চার ভাইয়ের মধ্যে তিনি সবার ছোট।

আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সদস্য সুজন আলী বলেন, নিহত শহিদুল ইসলাম রাজবাড়ি জেলার পাংশা থানাধীন অটো ক্রপ কেয়ার লিমিটেড কোম্পানিতে তিনি সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার পদে দায়িত্বে ছিলেন। রবিবার কুষ্টিয়ায় মিটিং শেষে মোটরসাইকেল যোগে নিজ বাড়িতে ফেরার পথে ডম্বলপুর নামক এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে সে গুরুত্বর আহত হন। স্থানীয়রা উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছে। তার বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। সুরতহাল রিপোর্ট সংগ্রহণের প্রস্তুতি চলছে।

আলমডাঙ্গা কুমারী সরকারি রাস্তার গাছ ভেঙ্গে দেবার অভিযোগ

আলমডাঙ্গার কুমারী গাংপাড়ায় রাস্তার এজিংয়ে মাটি ভরাটের নামে গাছ ভেঙে দেবার অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার আশাদুল হক নামের একজন ব্যাক্তি অভিযোগ তুলেছেন।

জানাগেছে, উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের গাংপাড়া এলাকায় এলজিইডির অধিনে পাঁকা রাস্তার দু’পাশে মাটি ভরাটে কাজ চলছে। গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকে এ মাটি ভরাটের কাজ শুরু হয়। কাজের দায়িত্বপালন করেন কুমারি গ্রামের এক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। তবে, সরকারি রাস্তার পাশে অবশিষ্ট মালিকানা জমি থেকে স্কোভেটর দিয়ে

মাটি কেটে নেয়। সড়কের পাশে বড় বড় গর্ত হলেও গাংপাড়া এলাকার আশাদুলের বাড়ির সামনে প্রায় ১১ টি ভেটুল গাছ ভেঙে দেয় স্কোভেটর চালক।

আশাদুল অভিযোগ করে বলেন, আমার বাড়ির সামনে মরা গাং। গাংয়ের পাশে সরকারি জমি দখল করে আলম হোসেন নামের এক ব্যক্তি পুকুর খনন করেছে। তার পুকুর খননের আগেই ওই জমিতে গাছ লাগিয়ে ছিলাম। স্কোভেটর চালককে টাকা দিয়ে জোরপূর্বক ভাবে ১১ টি ভেটুল গাছ ভেঙে দিয়েছে।

এবিষয়ে আলম হোসেনের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে সম্ভব হয়নি।

আলমডাঙ্গা কুমারী ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তার সাথে মুঠোফোনে কথা হলে তিনি জানান, সরকার জমির গাছ ভেঙে থাকাটা অপরাধ। আমরা বিষয়টি জানতে পেরেছি। উর্ধতন কর্মকর্তার সাথে কথা বলে গাছ গুলো হেফাজতে নেওয়া হবে।

দামুড়হুদায় বসন্তের আগমনে গাছে গাছে শোভা পাচ্ছে আমের মুকুল

দামুড়হুদা উপজেলায় বসন্তের সাথে সাথে আম গাছগুলোতে দেখা মিলছে প্রচুর আমের মুকুল ৷ মুকুলের মৌ- মৌ গন্ধে মুখরিত দামুড়হুদা উপজেলার গ্রাম – গঞ্জ। মুকুল থেকে চলছে মৌমাছির মধু সংগ্রহের উৎসব ৷

উপজেলার সদর সহ সকল গ্রামের আম গাছগুলতে মুকুলে ভরপুর। উপজেলার আম গাছে উঁকি দিচ্ছে আমের মুকুল। বাতাসে মুকুলের মৌ মৌ সুবাস বইছে। গাছে গাছে এখন আমের মুকুল শোভা পাচ্ছে। মুকুল গুলো যেনো নষ্ট না হয় সেজন্য ইতোমধ্যে বাগান মালিকরা বাগান পরিচর্যার ব্যস্ত সময় পার করছেন।শোনা যাচ্ছে কোকিলের মিষ্টি সুরের কুহু কুহু ডাক আর মৌমাছির গুণ গুণ গানের গুঞ্জন। মুকুলের মিষ্টি ঘ্রাণ যেন জাদুর মতো কাছে টানছে তাদের। গাছের প্রতিটি শাখা-

প্রশাখায় চলছে ভ্রমরের সুর ব্যঞ্জনা। বসন্তের স্নিগ্ধতার মাঝেও শোভা ছড়াচ্ছে স্বর্ণালি মুকুল।উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে দেখা গেছে, বাগান সহ কিছু কিছু বাড়ির উঠানে আম গাছে শোভা পাচ্ছে মুকুল। বাতাসে মুকুলের সুবাসিত পাগল করা ঘ্রাণ।

গাছের আমপাতার সবুজ বিছানায় মুকুলের সোনালি রেণু যেন ফুলশয্যা সাজিয়েছে ফাগুনকে। সেই সঙ্গে বিদায় নিচ্ছে শীতকাল। তবে আবহাওয়ার ওপর আমের ফলন নির্ভর করে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এ বছর আমের ফলন ভালো হবে বলে মনে করছেন আম চাষিরা। বাগান মালিকরা জানান, আগাম মুকুল দেখার পর তারা অনেক খুশি। এই মুকুল টিকে থাকলে এবার আমের বাম্পার ফলন পাওয়া যাবে। তবে ঘন কুয়াশা থাকলে মুকুল পচে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

দামুড়হুদার জয়রামপুর মল্লিক পাড়ার আম ব্যবসায়ী কাওছার আলী বলেন , গতবছর ১২ বিঘা জমিতে আম বাগান ছিলো যা ঝড়ের কারণে ব্যাপক ক্ষতি হয়, তাতে করে আমি গত বছর মোটা অংকে লচে ছিলাম। এ বছর লাভের আশায় গত বছরের ক্ষতি পুষিয়ে দিতে ৬ দাগে ১৭ বিঘাা জমির আম বাগান নিয়েছি। বর্তমানে আম গাছে যাতে কোনো পোকার আক্রমণ বা মুকুল নষ্ট না হয় সেজন্য ঔষধ দিয়ে পরিচর্যা করছি। মুকুলের পরিমাণ মোটামুটি ভালো আছে ৷ আবহাওয়া শেষ পর্যন্ত ভালো থাকলে এ বছরে গত বছরের ক্ষতি পুষিয়ে লাভবান হতে পারবো।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ শারমিন আক্তার জানান, আমরা সবসময় আম চাষীদের সকল ধরণের পরামর্শ দিয়ে সহযোগীতা করছি ৷ প্রয়োজনে আমরা সবসময় তাদের পাশে আছি। এবছরে উপজেলাতে ৭৯৫ হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়েছে।

দর্শনায় ২ কেজি গাঁজাসহ ইজিবাইক উদ্ধার; গ্রেফতার ১

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২কেজি গাঁজাসহ একজনকে গ্রেফতার করেছে।

জানাগেছে আজ শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে, অভিযান চালায় দর্শনা রেল বাজারের শহিদুল ইসলামের মুদি দোকানের সামনের পাকা রাস্তার উপর।

এ সময় দর্শনা থানার এস আই খান আঃ রহমান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ একটি ইজিবাইকসহ রিপনকে (৩৫)গ্রেফতার করে। পরে তার ইজিবাইক তল্লাশি করে কসটেপ মোড়ানো ভারতীয় ২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। গ্রেফতাররকৃত রিপন দর্শনা পৌরসভার রামনগর গ্রামের আঃ রহমানের ছেলে।

আজ শুক্রবার তার বিরুদ্ধে এস আই আঃ রহমান বাদি হয়ে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

দামুড়হুদায় বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নি*হ*ত

দামুড়হুদায় বাসের ধাক্কায় মফিজ উদ্দিন (৬৪) নামের এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। তিনি একই উপজেলার চন্দ্রবাস গ্রামের তৈয়ব আলির ছেলে।

আজ শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদহ ইউনিয়নের তালসারি মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর।

ওসি আলমগীর কবীর বলেন, সকাল ১০টার দিকে মফিজ উদ্দিন মোটরসাইকেলে নিজের বাড়ি থেকে মাঠে যাচ্ছিলেন। তিনি তালসারি মোড়ে পৌঁছালে দ্রুত গতিতে আসা একটি পিকনিকের বাস তার মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি সড়কের ওপর পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেলা ১১টার দিকে তার মৃত্যু হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর আরও বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। তবে এ ঘটনায়

এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ পায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনায় পশু চিকিৎসকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর মদনা গ্রামের আসাদুলের ছেলে পল্লীপ্রাণি চিকিৎসক সাইদুজ্জামান কে মোবাইল কোর্টে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকা সত্ত্বেও পল্লী প্রাণী চিকিৎসক হিসাবে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ভেটেনারী কাউন্সিল আইন ২০১৯ এর ৩৮ ধারায় ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন মোবাইলের কোর্টের বিচারক দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার( ভূমি)সজল কুমার।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহযোগীতা করেন দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কৃষিবিদ নীলিমা আক্তার হ্যাপী।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভেটেনারী সার্জন ডা:নাজমুল হাসান শাওন, কার্পাসডাঙ্গা লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইটার বিল্লাল হোসেন, রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় টেকনিশিয়ান হয়ে চক্ষু চিকিৎসার দায়ে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় এমবিবিএস চিকিৎসকের ভুয়া সিল ব্যবহার করে ভুয়া পরিচয় ও চিকিৎসার নামে রোগীদের সঙ্গে প্রতারণার দায়ে একজনকে ৫০ হাজার

টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার গোবিন্দপুর-এরশাদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্পে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এই জরিমানা করা হয়। যাঁকে জরিমানা করা হয়েছে, তাঁর নাম মনজুরুল ইসলাম (২৫)। তিনি ওই ক্যাম্পের চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। তাঁর বাড়ি মাগুরা জেলার আলাইপুর গ্রামের বাসিন্দা।

অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) স্নিগ্ধা দাস। এ সময় উপস্থিত ছিলেন হারদি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিচালক ডা: হাদি জিয়াউদ্দীন আহমেদ ও থানা পুলিশের সদস্যরা অভিযানে উপস্থিত ছিলেন।

ইউএনও স্নিগ্ধা দাস বলেন, ভুক্তভোগীদের অভিযোগের ভিত্তিতে চক্ষু ক্যাম্পে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। ওই ক্যাম্পের টেকনিশিয়ান হয়ে তিনি নিজেকে এমবিবিএস চিকিৎসক পরিচয়ে চক্ষু চিকিৎসা করছিলেন। নিজের নাম-পরিচয় গোপন রেখে একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নামের সিলও ব্যবহার করেন। চক্ষু চিকিৎসার বিষয়ে তাঁর ডিগ্রি না থাকার পরও নিজেকে বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক পরিচয়ে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ক্যাম্প বসিয়ে রোগীদের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছিলেন। অভিযানে অভিযোগে সত্যতা পাওয়ায় তাঁকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

মিরসরাইয়ে পাহাড়ি ঝর্ণা থেকে পড়ে মেডিকেল শিক্ষার্থী আনাসের মৃত্যু

মিরসরাইয়ে পাহাড়ি ঝর্ণা থেকে পড়ে আল শাহরিয়ার আনাস নামের এক মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে খৈইয়াছড়া ঝর্ণা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত খন্দকার আল শাহরিয়ার আনাস আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার থানাপাড়ার বাসিন্দা খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুনের ছেলে। তাঁর পিতা বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক পদে দায়িত্বে রয়েছেন। নিহত শাহরিয়ার আনাস রাজশাহীর ক্যাপ্টেন এম মুনছুর আলী মেডিকেল কলেজের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ছিল।

পরিবার সূত্রে জানাযায়, বন্ধুর আমন্ত্রণে মিরসরাইয়ে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি গতকাল বুধবার তারা মেডিকেল কলেজ থেকে ৮ বন্ধু ঘুরতে যায়। তাঁর বন্ধুর কাকা নিতেন কুমারের বাড়িতে ওঠেন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে খৈইয়াছড়া পাহাড়ি ঝর্না দেখতে যান। পর্যায়ক্রমে সবাই পাহাড়ের উপরে উঠলেও পা পিছলে শাহরিয়ার আনাস নিচে পড়ে যায়। এতে সে গুরুত্বর আহত হয়ে পানিতে ভাসতে থাকে। এক পর্যায়ে দুপুরে মিরসরাই ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন দুঃখ ভরা কন্ঠে জানান, শাহরিয়ার আনাস মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ায় আমরা অনেক খুশি হয়েছিলাম। বন্ধুদের সাথে ঘুরতে গিয়ে এমন মৃত্যু খুবই দুঃখজনক।

তিনি আরো বলেন, আনাসকে নিয়ে তার মা-বাবার অনেক স্বপ্ন ছিল। বাবা আব্দুল্লাহ আল মামুনের ইচ্ছা ছিল ছেলেকে চিকিৎসক বানাবেন। সেই সন্তানের এমন করুণ মৃত্যু কোনোভাবেই মানতে পারছেন না মা-বাবা। ছেলে নেই এ কথা তারা ভাবতেই পারছেন না। দু’জনই এখন পাগলপ্রায়।

নিহতের পিতা আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, গতকাল বুধবার ৮ বন্ধু পাহাড় ভ্রমণে যায়। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁর বন্ধুদের ফোনে জানতে পারি, আনাস আর বেঁচে নেই। স্বপ্ন ছিল, ছেলে চিকিৎসক হবে। স্বপ্ন রয়েই গেলো, ছেলে হারিয়ে গেলো।

এদিকে, ব্যবসায়ীক সংগঠন বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহকে তাঁর ছেলের অকাল মৃত্যুতে শোক সমাপ্তি জানাতে হাজির হন আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী মহল উপস্থিত হন।

দর্শনায় ডিবির অভিযানে ইয়াবাসহ রাঙ্গিয়ারপোতার সালাম আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যদের হাতে ৪০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ সালাম (৩৮) নামের এক ইয়াবা ব্যবসায়ী আটক হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৫ ফ্রেব্রয়ারি) সকালে সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন আকন্দবাড়ীয়া এলাকা হতে তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত সালাম দর্শনা উপজেলার রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের মাঝেরপাড়ার মৃত কবির হোসেনের ছেলে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমানের দিকনির্দেশনায় জেলা পুলিশের সকল ইউনিটে একযোগে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখার এসআই মুহিদ হাসান ও এএসআই মাহমুদুল হাসান সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সসহ আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৭টার দিকে দর্শনা থানাধীন আকন্দবাড়ীয়া এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানকালে আকন্দবাড়ীয়া গ্রামস্থ হাসানের চায়ের দোকানের সামনে দর্শনা-জীবননগরগামী আঞ্চলিক মহাসড়কের উপর হতে সালাম নামের এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। আটককৃত ব্যক্তির হেফাজত হতে উদ্ধারপূর্বক জব্দ করা হয় ৪০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট।

এ ঘটনায় আটককৃত সালামের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।